



295203 - সন্দেহেপ্রবণ ব্যক্তির নিজের সন্দেহের প্রতি ভ্রুক্షপে করবনে না

প্রশ্ন

আমি শাইখ মুহাম্মদ আলিশি এর ‘মনিহুল জাললি’ এ একটি কথা পড়ছি: “সন্দেহেপ্রবণ ব্যক্তির ক্ষত্রে প্রবল ধারণা অর্জন শর্ত নয়— এটি অর্জনে তার অক্ষমতার কারণে। তার ক্ষত্রে সন্দেহে হওয়ায় যথেষ্ট”। আপনারা কি এই কথার মর্ম পরিস্কার করতে পারবেন? আর এই কথা অনুযায়ী আমল করার বধিান কী? আমি শাইখ মুহাম্মদ আলিশি এর ‘মনিহুল জাললি’ এ একটি কথা পড়ছি: “সন্দেহেপ্রবণ ব্যক্তির ক্ষত্রে প্রবল ধারণা অর্জন শর্ত নয়— এটি অর্জনে তার অক্ষমতার কারণে। তার ক্ষত্রে সন্দেহে হওয়ায় যথেষ্ট”। আপনারা কি এই কথার মর্ম পরিস্কার করতে পারবেন? আর এই কথা অনুযায়ী আমল করার বধিান কী? আমি শাইখ মুহাম্মদ আলিশি এর ‘মনিহুল জাললি’ এ একটি কথা পড়ছি: “সন্দেহেপ্রবণ ব্যক্তির ক্ষত্রে প্রবল ধারণা অর্জন শর্ত নয়— এটি অর্জনে তার অক্ষমতার কারণে। তার ক্ষত্রে সন্দেহে হওয়ায় যথেষ্ট”। আপনারা কি এই কথার মর্ম পরিস্কার করতে পারবেন? আর এই কথা অনুযায়ী আমল করার বধিান কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শাইখ মুহাম্মদ আলিশি (রহঃ) বলেন:

“এর ওয়াজবি (অর্থাৎ গোসলরে ওয়াজবি) হচ্ছে— মর্দন”। অর্থাৎ ধৌতকরণ উদ্দৃষ্টি অঙ্গটির উপর কোন অঙ্গ বা অন্য কিছু সঞ্চারন করা।

এক্ষেত্রে সঠিক মতানুযায়ী প্রবল ধারণা অর্জনই যথেষ্ট। কেননা ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত পানি পৌঁছানোর আবশ্যিকতা পালনে এটাই যথেষ্ট। আর সন্দেহেপ্রবণ ব্যক্তির ক্ষত্রে প্রবল ধারণা অর্জন শর্ত নয়— এটি অর্জনে তার অক্ষমতার কারণে। বরং এ ব্যাপারে সন্দেহে অর্জিত হওয়ায় তার ক্ষত্রে যথেষ্ট। তার উপর আবশ্যিক হল সন্দেহকে পাত্তা না দাওয়া। এটা ছাড়া এর আর কোন ঔষধ নাই।” [মনিহুল জাললি (১/১২৭)]

ফকিহদিদের নকিট এই ধরণে মাসয়ালায় استنكح الشك শব্দটি ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় আধিক্য ও প্রাবল্য। বলা হয় استنكحه الشك অর্থাৎ وغلبيه، وعاوده، أي كثر عنده، (তার সন্দেহে বড়ে গেলে, পুনঃপুনঃ সন্দেহে হল ও সন্দেহে তাকে কাবু করে ফলে)। মালকে মাযহাবের আলমেদের নকিট এই ভাবপ্রকাশটি মশহুর।



‘আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া আল-কুওয়াইতিয়া’ গ্রন্থে (৪/১২৮) এসছে:

“তাজুল আরুস ও ‘আসাসুল বালাগা’ গ্রন্থে রয়েছে: মাজায় বা রূপক অর্থ ব্যবহারের উদাহরণ হলো: استنكح النوم عينه (ঘুম তার চোখকে কাবু করে ফেলল)। কেবল মালিকী মাহাবরে আলমেগণ এই শব্দটিকে আভিধানিক অর্থের সাথে মিলি রেখে কাবু করা অর্থ ব্যবহার করে থাকেন।

আর অন্য ফকিহদি আলমেগণ এই ক্ষেত্রে غلبة الشك (সন্দেহের প্রাবল্য) বা كثرة الشك (সন্দেহের আধিক্য) বলে ভাব প্রকাশ করেন। অর্থাৎ তার সন্দেহে বড়ে সটো যনে তার অভ্যাসে পরণিত হল।”[সমাপ্ত]

সন্দেহের প্রাবল্য ও আধিক্যের মানদণ্ড হলো: সন্দেহে ব্যক্তিকে না ছাড়া; নতিয়দি সন্দেহে তার সাথে লগে থাকা।

আল-হাত্তাব ‘মাওয়াহিবুল জাললি’ গ্রন্থে (১/৪৬৬) বলেন: “المستنكح (সন্দেহপ্রবণ) হলো এমন ব্যক্তি যি প্রত্যকে ওজু কথিবা প্রত্যকে নামাযে সন্দেহে করে। কথিবা দনি একবার বা দুইবার তার এমনটি ঘটবে। আর যদি দুইদিন বা তিনদিন পর ঘটবে তাহলে সেই ব্যক্তি مستنكح (সন্দেহপ্রবণ) নয়।”[সমাপ্ত]

সারকথা: ‘মনিহুল জাললি’ গ্রন্থের উদ্ভূতির মর্ম হলো: মর্দন সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে এই প্রবল ধারণা হওয়া যথেষ্ট যি, মর্দন উদ্দৃষ্টি অঙ্গটির উপর হাত সঞ্চারন করা হয়ছে। ওয়ুর অঙ্গে পানি পৌঁছানোর জন্য এতটুকু যথেষ্ট। এই বখান সন্দেহপ্রবণ নয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আর সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রবল ধারণা চাওয়া হবো না; বরং তার ক্ষেত্রে শুধু ধারণার মাধ্যমেই পবিত্রতা অর্জতি হবো; এমনকি যদি সেই ধারণা প্রবল না হয় তবুও।

সন্দেহের আধিক্য তার ক্ষেত্রে নিশ্চিতি হওয়া বর্জন করার একটা ওজর। কারণ তাকে যদি নিশ্চিতি হওয়ার নিরীদশে দয়ো হয় তাহলে সটো তাকে কঠনি জটলিতায় ফলে দবি। শরয়িত সহজতা নিয়ে ও জটলিতা দূর করতে এসছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৫]

তনি আরও বলেন: “আল্লাহ তোমাদের উপর কোন জটলিতা আরোপ করতে চান না।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ০৬]

সন্দেহের আধিক্য থেকে মুক্তির উপায় হলো সন্দেহের প্রতি ভ্রুক্ষেপে না করা। যদি শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তি প্রত্যকে সন্দেহের প্রতি ভ্রুক্ষেপে করে তাহলে তার সন্দেহ আরও বড়ে যাবে এবং শুচিবায়ু তার উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নবি।

‘আল-দরিদরি’ তার ‘আল-শারহুস সগরি’ গ্রন্থে (১/১৭০) বলেন: “যদি সন্দেহপ্রবণ নয় এমন ব্যক্তি কোন একটা স্থান ধৌত করে সে ব্যাপারে সন্দেহে করে: অর্থাৎ যদি সন্দেহপ্রবণ নয় এমন ব্যক্তি শরীরের কোন একটা স্থানে পানি পৌঁছেছে কনি



এ ব্যাপারে সন্দেহে করে তাহলে সেই স্থানে পানি ঢেলে ও মর্দন করে ধৌত করা ওয়াজবি।

পক্ষান্তরে সন্দেহেপ্রবণ ব্যক্তি (সে হলো ঐ ব্যক্তি যার ব্যাপক সন্দেহে হয়)-র উপর ওয়াজবি হলো সন্দেহকে পাত্তা না দাওয়া। কারণ খুঁতখুঁতরে পছিনে পড়ে থাকলে সটো ব্যক্তির দ্বীনদারকি মূল থেকে নষ্ট করে দেয়। আমরা এর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।”

আস-সা’ওয়িতাঁর ‘পারশ্বটীকা’তে বলেন: “গ্রন্থকারের কথা: যদি সন্দেহে করে...। অর্থাৎ গটো দহে পানি পটৌছানো নশ্চিতি করতে হবে। আর অ-সন্দেহেপ্রবণ ব্যক্তির ক্ষতেরে নরিভরযোগ্য মতানুযায়ী প্রবল ধারণা হওয়াই যথেষ্ট।

গ্রন্থকারের কথা: তার উপর ওয়াজবি। অর্থাৎ নশ্চিতি হওয়া কথিবা প্রবল ধারণা হওয়া ব্যতীত তার দায়মুক্ত হবে না।”

আল-আদাওয়ী সন্দেহেপ্রবণ ব্যক্তি ও তার করণীয় সম্বন্ধে বলেন: “তার জন্য কোন ব্যাপারে সন্দেহে হওয়াই যথেষ্ট; ধারণা বা প্রবল ধারণার প্রয়োজন নাই এবং পুনরায় ধৌত করবে না।”[ফকিয়াতুত ত্বালবিরি রাব্বানী (১/২১৬)]

আরও বলা হয় যে, সন্দেহেপ্রবণ ব্যক্তি তার মনে প্রথম যে উদ্রকে হয় সটোর উপর নরিভর করবে; আর পরে যটোর উদ্রকে হয় সটোর প্রতিভ্রুক্শপে করবে না।

মুখতাসার ইবনুল হাজবি এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘আত-তাওয়হি’-এ (১/১৬৩) এসছে: পক্ষান্তরে সন্দেহেপ্রবণ ব্যক্তির মনে প্রথমবার যা উদ্রকে হয়েছে সর্বসম্মতক্রমে সটোই ধরতব্য। তিনি সন্দেহেপ্রবণ ব্যক্তি দ্বারা বুঝাতে চাচ্ছেন যার সন্দেহে অধিক। তিনি প্রথম যে উদ্রকে হওয়া বিষয়টিকে ধরতব্য ধরার যে মতটি উল্লেখ করছেন সটো কিছু ক্বারাওয়ীনদরে অভিমিত এবং উত্তরসূরী কিছু আলমে সে মতের অনুসরণ করছেন। তারা বলেন: কেননা প্রথম উদ্রকে হওয়া বিষয়টির সময় সে সুষ্ঠু মস্তম্বিকসম্পন্ন; পরবর্তীতে সে হলো ববিকেহীনদরে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইবনে আব্দুস সালাম বলেন: আল-মুদাওয়ানা ও অন্য গ্রন্থেরে প্রত্যক্ষ বক্তব্য হলো: অব্যাহতি দাওয়া। তার মনে কী উদ্রকে হলো সটোর দিকে বলিকুল না তাকানো। আমাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে এমন কিছু আলমে এই অভিমিতকে প্রাধান্য দতিনে এবং এই কথা বলতেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এই বিষয়ে তিনি পূর্বাঞ্চলের জনকৈ আলমেরে সাথে কথা বলছেন। তিনি এই অভিমিতটিকে এভাবে ব্যখ্যা করতেন যে, সন্দেহেপ্রবণ ব্যক্তি এবং যার বশেষিট্য এ ধরণেরে পরবর্তীতে তার প্রথম উদ্রকে হওয়া বিষয়টিও সুষ্ঠু হয় না। বাস্তবতা সটোর পক্ষই সাক্ষ্য দেয়।”[সমাপ্ত]

দখুন: ‘আত-তাজ ওয়াল ইকললি’ (১/৩০১), ‘আত-তাজ ওয়াল ইকললি’ (২/১৯)

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।